বেগম রোকেয়া দিবস ২০০৯

অগ্রযাত্রায় নারী এবার, বদলে যাবে দিন
বেগম রোকেয়ার স্বপ্ন চির অমলিন

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

CIDA সাহায্যপুষ্ট পলিসি লিডারশিপ অ্যান্ড অ্যাডভোকেসি ফর জেন্ডার ইক্যুয়ালিটি (প্লাজ-II) প্রজেক্টের সহায়তায় মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।

বাণী

২৫ অগ্রহায়ণ ১৪১৬
০৯ ডিসেম্বর ২০০৯

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক বেগম রোকেয়া দিবস ২০০৯ উদযাপন করছে হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। আমি এ উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।

রোকেয়া দিবসের প্রাক্কালে আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি উপমহাদেশে নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনকে। ব্রিটিশ ভারতে এ অঞ্চলের মুসলমান বাঙালী নারীরা ছিল কুসংস্কারাচ্ছন্ন, পশ্চাৎপদ, শিক্ষা বঞ্চিত ও অবহেলিত। বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা উপেক্ষা করে বেগম রোকেয়াই প্রথম শিক্ষা বঞ্চিত নারীদের শিক্ষার আলোয় আলোকিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তাছাড়াও নারীর উচ্চশিক্ষা লাভের পথে অন্তরায়গুলো দূরীকরণ, নারী সমাজের অধিকার আদায়, বাল্যবিবাহ রোধ এবং সামাজিক অগ্রযাত্রায় নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে তাঁর অনুপ্রেরণা সর্বকালেই অনুসরণযোগ্য। মহিয়সী এই নারীর অবদান জাতি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছে। নারী ও সমাজ উন্নয়নে অবদান রাখার জন্য এ বছর যাঁরা 'বেগম রোকেয়া পদক' পেলেন আমি তাঁদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

আমি 'বেগম রোকেয়া দিবস-২০০৯' এর সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ জিল্লুর রহমান

প্রতিমন্ত্রী
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

২৫ অগ্রহায়ণ ১৪১৬
০৯ ডিসেম্বর ২০০৯

প্রতি বছর বেগম রোকেয়া দিবস পালনের মধ্য দিয়ে উপমহাদেশে নারী শিক্ষা ও উন্নয়নের অগ্রদূত মহিয়সী নারী বেগম রোকেয়ার অবদানকে আমরা শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করি।

উনবিংশ শতাব্দীর নারী জাগরনের পথিকৃতরূপে অনগ্রসর নারী সমাজকে কুসংস্কার ও অবরোধের বেড়াজাল থেকে মুক্ত করে শিক্ষার আলোয় আলোকিত করার লক্ষ্যে বেগম রোকেয়ার অবদান অপরিসীম। তৎকালীন রক্ষণশীল সমাজের পেক্ষাপটে এ কাজ একজন নারীর পক্ষে ছিল দূরুহ। কিন্তু শত প্রতিকূলতার মাঝেও নিজ প্রত্যয় ও আদর্শে অবিচল থেকে তিনি শিক্ষার প্রদীপ হাতে আলোকিত করেছেন নারী সমাজকে, সামনে এগিয়ে যাওয়ার পথ প্রদর্শন করেছেন।

দীর্ঘপথ পেরিয়ে আজ বিশ্বায়নের যুগে সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিক্ষেত্রে নারীর অবস্থান ও বিচরণ স্পষ্টতঃই দৃশ্যমান। আজ নারী সমাজের শিক্ষা, প্রগতি ও নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের এই অগ্রযাত্রায় অনন্ত প্রেরণার উৎস বেগম রোকেয়ার আদর্শ। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সংবিধানে রাষ্ট্র ও জনজীবনের সর্বক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সম অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছেন। বর্তমান সরকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে নারী শিক্ষার বিস্তার, নারীকে দেশের সার্বিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করা এবং তাদের সামগ্রিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার অঙ্গীকার বাস্তবায়নে নিরলস কাজ কারে যাচ্ছে।

সংবিধান ও নারী উন্নয়নে জাতীয় কর্মপরিকল্পনার আলোকে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মধ্য দিয়েই প্রতিষ্ঠিত হবে নারী পুরুষের বৈষম্যহীন এক সমৃদ্ধ সমাজ-এ আশাবাদ ব্যক্ত করে আমি বেগম রোকেয়া দিবস ২০০৯ এর সর্বাংগীন সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী, এম.পি

বেগম রোকেয়া-নারী মুক্তির অগ্রদূত

রওশন আরা বেগম, মহাপরিচালক (অতিঃ সচিব), মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর

নারী পুরুষের মধ্যকার অন্যায় বৈষম্য আর বহু যুগ ধরে নারীজাতির উপর আচরিত অন্যায় অবিচরের বিরুদ্ধে এদেশে প্রাথমিক পর্যায়ে যাঁরা কলম ধরেছিলেন তাঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, কাজী নজরুল ইসলাম এবং বেগম রোকেয়া অন্যতম। তন্মধ্যে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, কাজী নজরুল ইসলাম নারীদের দুঃখ কষ্টকে অনুধাবন করেছিলেন বটে, কিন্তু সমাজের ভয়েই হউক কিংবা নিজ মনের গোপন গলির সংস্কার বশতই হউক তাঁরা কেউই কিন্তু শেষ পর্যন্ত নারীকে স্বাধীন মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হননি।

পক্ষান্তরে নারীকে স্বাধীন মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ব্যাপক সামাজিক পরিবর্তনোদ্দেশ্যে লেখনী ধরেছিলেন বেগম রোকেয়া। বেগম রোকেয়া সেই তেজোদীপ্ত মানুষ যিনি এককভাবে তাঁর লেখনীর কশাঘাতে তীব্র, তীক্ষ্ণ, উপর্যুপরী, নির্ভিক আক্রমণ করেছেন সংস্কারাচ্ছন্ন সমাজকে। তাঁর লেখনীর কশাঘাত থেকে পুরুষজাতি, সামাজিক আচার-আচরণ, ধর্মীয় কুসংস্কার কিছুই বাদ পড়েনি। তিনিই প্রথম যিনি নারীকে স্বাধীন মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে ছিলেন।

তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিলো নারীকে শিক্ষিত করে তোলা, তাকে তার প্রজ্ঞা-মেধা-মননে যোগ্য করে তাঁর অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা এবং নারীর অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন। এই লক্ষ্যে তিনি প্রধানত বলেছেন, নারী শিক্ষার কথা। তবে সে শিক্ষা অবশ্যই প্রকৃত শিক্ষা। তিনি বলেন, "ঈশ্বর আমাদিগকে হস্ত পদ চক্ষু কর্ণ মনঃ এবং চিন্তা শক্তি দিয়াছেন। যদি আমরা অণুশীলন দ্বারা হস্ত পদ সবল করি, হস্ত দ্বারা সৎকার্য করি, চক্ষু দ্বারা মনোযোগ সহকারে দর্শন করি, কর্ণ দ্বারা মনোযোগ পূর্বক শ্রবণ করি এবং চিন্তা শক্তি দ্বারা আরো সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করিতে শিখি- তাহাই প্রকৃত শিক্ষা। আমরা কেবল পাশ করা বিদ্যাকে প্রকৃত শিক্ষা বলিনা" (স্ত্রী জাতির অবনতি, রোকেয়া রচনাবলী পৃঃ ২৯-৩০)। প্রখ্যাত লেখক হুমায়ুন আজাদ তাঁর সম্পর্কে বলেন, "তিনি শারীরিক শক্তির উপকারিতা বুঝেছেন, কিন্তু শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ড বলে স্বীকার করেননি, তাঁর কাছে শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ড মানসিক শক্তি, যা অর্জনের উপায় হচ্ছে শিক্ষা" (নারী, হুমায়ুন আজাদ পৃঃ ২৪৭)।

বেগম রোকেয়া যাবতীয় আলস্য জড়তা পরনির্ভরশীলতা কাটিয়ে নারীদের অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল হতে বলেন। "বিপদে সংকুলে সংসার হইতে সর্বদা সুরক্ষিতা আছি বলিয়া আমরা সাহস, ভরসা, বল, একেবারে হারাইয়াছি। আত্মনির্ভরতা ছাড়িয়া স্বামীদের নিতান্ত মুখাপেক্ষী হইয়া পড়িয়াছি। .. .. বহুকাল হইতে নারী হৃদয়ের উচ্চবৃত্তি গুলি অঙ্কুরে বিনষ্ট হওয়ায় নারীর অন্তর বাহির মস্তিষ্ক হৃদয় সবই দাসী হইয়া পড়িয়াছে। এখন আর আমাদের স্বাধীনতা বলিয়া কোন বস্তু নাই এবং তাহা লাভ করিবার কোন প্রবৃত্তি পর্যন্ত লক্ষিত হয় না। অতএব জাগ, জাগ গো ভগিনী .. ..। প্রথমতঃ সাংসারিক জীবনের পথে পুরুষের পাশাপাশি চলিবার ইচ্ছা অথবা দৃঢ় সংকল্প আবশ্যক এবং আমরা যে গোলাম জাতি নই, এই কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে। পুরুষদের সমকক্ষতা লাভের জন্য আমাদিগকে যাহা করিতে হয় তাহাই করিব। আবশ্যক হইলে আমরা লেডী কেরানী হইতে আরম্ভ করিয়া লেডী ম্যাজিষ্ট্রেট, লেডী ব্যরিষ্টার, লেডী জজ" সবই হইব (পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৯-৩০)। তিনি নারীদের আহ্বান করে বলেন, "ভগিনী গণ! চক্ষু রগড়াইয়া জাগিয়া উঠুন .. .. অগ্রসর হউন! বুক ঠুকিয়া বল মা! আমরা পশু নই, বল ভগিনী! আমরা আসবাব নই; বল কন্যে। আমরা জড় অলংকার রূপে লোহার সিন্দুকে আবদ্ধ থাকিবার বস্তু নই সকলে সমস্বরে বল আমরা মানুষ" (পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৯-৩০)।

আমরা দেখি বেগম রোকেয়া তাঁর বিস্তর লেখায় ধর্মের মৌলিক আদর্শের অনুসন্ধান করেছেন এবং অপব্যাখ্যাকে তিরস্কার করেছেন। বেগম রোকেয়া যখন নারীজাতিকে লেডী কেরানী, ম্যাজিষ্ট্রেট, জজ, ব্যারিষ্টার হওয়ার আহ্বান করেন, তখনই জানান যে, "এমন একদিনও ছিল যখন অন্যান্য দেশের মুসলমান সমাজে স্ত্রী কবি, স্ত্রী দার্শনিক, স্ত্রী ঐতিহাসিক, স্ত্রী বৈজ্ঞানিক, স্ত্রী বক্তা, স্ত্রী চিকিৎসক, স্ত্রী রাজনীতিবিদ প্রভৃতি কিছুরই অভাব ছিলনা। কেবল বঙ্গীয় মোসলেম সমাজে ওরূপ রমনী রত্ন নাই" (মতিচুর প্রবন্ধের পাদটিকা, রোকেয়া রচনাবলী পৃঃ ৩০)। তিনি সমাজের প্রতি প্রশ্ন রেখেছেন; "যদি ধর্ম গুরু মোহাম্মদ (দঃ) হিসাব নিকাশ লয়েন যে তোমরা কন্যার প্রতি কিরূপ ন্যায় ব্যবহার করিয়াছ? তবে আপনারা কি বলিবেন" (পূর্বোক্ত)? প্রশ্ন করেই তিনি ক্ষান্ত হননি। এ কথাও স্পষ্ট করে জানিয়েছেন যে , "পয়গম্বরদের ইতিহাসে শুনা যায় জগতে যখনই মানুষ বেশী অত্যাচার অনাচার করিয়াছে তখনই এক একজন পয়গম্বর আসিয়া দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিয়াছেন। আরবে স্ত্রী জাতির প্রতি অধিক অত্যাচার হইতেছিলো; আরববাসীগণ কন্যা হত্যা করিতেছিলো, তখন হযরত মোহাম্মদ (দঃ) কন্যাকুলের রক্ষকরূপে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। তিনি কেবল বিবিধ ব্যবস্থা দিয়াই ক্ষান্ত থাকেন নাই ; স্বয়ং কন্যা পালন করিয়া আদর্শ দেখাইয়াছেন। তাঁহার জীবন ফাতেমাময় করিয়া দেখাইয়াছেন ..... কন্যা কিরূপ আদরণীয়া। সে আদর, সে স্নেহ জগতে অতুল! আহা! তিনি নাই বলিয়া আমাদের এই দুর্দশা। তবে আইস ভগিনীগণ! আমরা সকলে সমস্বরে বলিঃ করিমা ববখশা এ বরহালে মা, ... করিম (ইশ্বর) আবশ্যই কৃপা করিবেন। যেহেতু সাধনায় সিদ্ধি" (পূর্বোক্ত)। ইসলামিক বিধি মাফিক কন্যা পৈত্রিক সম্পত্তির মালিক হয় কিন্তু সেই কন্যাকে বঞ্চিত করার জন্য উদ্ভাবিত অনৈসলামিক কলা কৌশলের প্রতি কটাক্ষ করে বেগম রোকেয়া বলেন, "মহম্মদী আইন অনুসারে আমরা পিতার সম্পত্তির উত্তরাধীকারী হই, আমাদের বাড়ীও হয়। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়- বাড়ির প্রকৃত কর্তা - স্বামী, পুত্র, জামাতারা হন। তাহাদের অভাবে বড় আমলা বা নয়েবটি বাড়ির মালিক। গৃহ কর্ত্রীটি ঐ নায়েবের ক্রীড়ার পুতুল মাত্র। নায়েব কর্ত্রীকে যাহা বুঝান, অবোধ নিরক্ষর কর্ত্রী তাহাই বুঝেন" (পূর্বোক্ত)। আবার, "পৈত্রিক সম্পত্তির অংশ হইতে কন্যাকে বঞ্চিত করিবার নিমিত্ত কি কি জঘন্য উপায় অবলম্বন করা হইয়া থাকে তাহা কে না জানে? কোন ভ্রাতা তাহা মুখ ফুটিয়া বলেন না, বলিলে অবলাকে প্রশ্রয় দেওয়া হইবে যে! সুতরাং সে শোচনীয় কথা আমাদিগকেই বলিতে হইতেছে। কোন স্থলে আফিংখোর, গাজাখোর, নিরক্ষর, চিররোগী, বৃদ্ধ, যে মোকদ্দমা করিয়া জমিদারীর অংশ বাহির করিতে অক্ষম এইরূপ লোককে কন্যাদান করা হয়, অথবা ভগ্নির দ্বারা বিবাহের পূর্বেই নাদাবী লেখাইয়া লওয়া হয়, কিংবা ভগ্নিদিগকে চিরকুমারী রাখা হয়; এবং ভাতৃবধূ ননদদিগকে দাসীর মত ভাবেন। আর যদি কোন পরিবারে পুত্র মোটেই না থাকে, কেবল ডজন, অর্ধ ডজন কন্যাই থাকে, তবে জ্যেষ্ঠা ভগ্নির ভাগ্যবান স্বামীটি অবশিষ্ট শ্যালিকা কয়টিকে চিরকুমারী রাখিতে চেষ্টা করেন। ইহাই সমাজের নালী ঘা! হায়! পিতা মোহাম্মদ (দঃ) ! তুমি আমাদের উপকারের নিমিত্ত পিতৃসম্পত্তিতে অধিকারিনী করিয়াছে, কিন্তু তোমার সুচতুর শিষ্যগণ নানা উপায়ে কুলবালাদের সর্বনাশ করিতেছে" (পূর্বোক্ত)।

আবার বেগম রোকেয়া যখন বলেন, "মুনিদের বিধানে যে কথা শুনিতে পান কোন স্ত্রী মুনির বিধানে হয়ত তাহার বিপরীত নিয়ম দেখিতে পাইতেন" (রোকেয়া রচনাবলী, পৃঃ ১২)। এখানে বেগম রোকেয়া ধর্মীয় ব্যাখ্যাদাতাগণের Gender Blindness এর প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। কারণ ধর্মের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে যদি স্ত্রী মুনিরা অংশগ্রহণ করতো তবে নিশ্চয় নারীদের জীবন্ত দগ্ধ হওয়ার মত ভয়ংকর বিধিসহ বিধবা বিবাহ নিরোধ, বাল্য বিবাহ এরূপ নারী স্বার্থবিরোধী আরো অনেক বিধি তৈরি হতে পারতো না। পৃথিবীর প্রতিটি ধর্মের ক্ষেত্রেই কিন্তু ব্যাখ্যাদাতাগণ পুরুষ। সেই পুরুষেরা ব্যাখ্যা দিয়েছেন নিজেদের মনের আদলে, নিজ Gender কে অধিক মূল্যায়নের মাধমে । ফলে ধর্মীয় ব্যাখ্যা যুগ যুগ ধরে গিয়েছে পুরুষের পক্ষে এবং নারীদের বিপক্ষে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যা হয়ে উঠেছে নারীদের প্রতি অত্যাচার ও নিপীড়নমূলক। বেগম রোকেয়া উল্লিখিত অংশে ধর্মের সেই অসামঞ্জস্য ব্যাখ্যার প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন। অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত বেগম রোকেয়া ধর্মকে বাতিল করেননি বরং ধর্মের মৌলিক আদর্শকে অনুসন্ধান পূর্বক নারী মুক্তির পথ বাতলিয়েছেন। ধর্মের নামে অন্ধবিশ্বাস আর কুসংস্কারের বেড়াজালে আবদ্ধ একটি সমাজে বেগম রোকেয়ার এই পদক্ষেপ অতুলনীয় । শুধু তাই নয়, আজ পৃথিবী জুড়ে নারী পুরুষের মধ্যে সমতা স্থাপনের এত যে তোড় জোড় উনবিংশ শতকের বাংলার সেই তেজোদীপ্ত রমণী অত্যন্ত চমৎকার ভাবে সেই সমতার সংজ্ঞা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "আমাদের উন্নতির ভাব বুঝাইবার জন্য পুরুষের সমকক্ষতা বলিতেছি, নচেৎ কিসের সহিত এই উন্নতির তুলনা দিবো? পুরুষের অবস্থাই আমাদের উন্নতির আদর্শ" (স্ত্রী জাতির অবনতি, রোকেয়া রচানাবলী, পৃঃ ২৬০)। তিনি আরো বলেন,"পুরুষের সমকক্ষতা লাভের জন্য আমাদিগকে যাহা করিতে হয় তাহাই করিব। যদি এখন স্বাধীন ভাবে জীবিকা অর্জন করিলে স্বাধীনতা লাভ হয় তবে তাহাই করিব। আবশ্যক হইলে আমরা লেডী কেরানী হইতে আরম্ভ করিয়া লেডী ম্যাজিষ্ট্রেট, লেডি ব্যারিষ্টার, লেডী জজ সবই হইব। পঞ্চাশ বছর পর লেডী Viceroy হইয়া এ দেশের সমস্ত নারীকে রানী করিয়া ফেলিব" (পূর্বোক্ত স্ত্রী জাতির অবনতি, পৃঃ ২৯-৩০) ।

বেগম রোকেয়ার এই স্বপ্ন কি বাস্তবায়িত হয়নি? আজতো এই দেশের মেয়েরা কেরানী, ব্যারিষ্টার, জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, মন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী সব সবই হচ্ছেন। অর্থাৎ বেগম রোকেয়া সফল । অবশ্যই সফল। তাইতো বেগম রোকেয়ার প্রতি বাংলার মুসলিম নারীদের আজকের শ্রদ্ধাঞ্জলী

"জননী তোমার সে - মহা সাধনা বিফল হয়নি আজ,
জেগেছি আমরা, লভেছি চেতনা, পরেছি নতুন সাজ।
এই শুভক্ষণে কোথা তুমি আজ? জেগে দেখি তুমি নাই!
তোমার অভাব সবার হৃদয়ে বেদনা হানিছে তাই।
নয়ন ভরিয়া তোমারে আজিকে দেখিতে পরাণ চায়,
শত শ্রদ্ধায় সারা প্রাণ আজি লুটাতে চায় ও পায়"।

(দুঃসাহসিক (কবিতা), গোলাম মোস্তফা)

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

২৫ অগ্রহায়ণ ১৪১৬
০৯ ডিসেম্বর ২০০৯

বেগম রোকেয়া দিবস ২০০৯ উপলক্ষে আমি এই মহীয়সী নারীর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে নারীরা যখন অবরোধবাসিনী ছিলেন, সে সময় বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন বাঙালি মুসলমান নারীদের জন্য শিক্ষার আলোকবর্তিকা নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন। সেই সূচনালগ্নে কাজটি তাঁর জন্য মোটেও সহজ ছিল না। চিন্তা-চেতনা ও আদর্শের দিক দিয়ে নিজের সময়ের চাইতে অনেকটা এগিয়ে ছিলেন বলে বেগম রোকেয়াকে কর্মক্ষেত্রে অনেক বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

তা সত্ত্বেও বেগম রোকেয়ার অমিত সাহস, সততা ও কর্মনিষ্ঠা শেষ পর্যন্ত তাঁকে বিজয়ী করেছে। একাধারে লেখক, সমাজ-সংস্কারক বেগম রোকেয়া নারীদেরকে লেখাপড়ায় উৎসাহদানের পাশাপাশি সারা জীবন অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করা এবং পর্দাপ্রথা বিলুপ্তি, বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ এবং বিবাহ-বিচ্ছেদের মত সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন।

বর্তমান সরকার জনগণের ভাগ্যোন্নয়নে দিন বদলের অংঙ্গীকার নিয়ে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। এই অঙ্গীকার বাস্তবায়নে নারীদের শিক্ষিত ও স্বাবলম্বী হয়ে উন্নয়নের মূলস্রোতে শামিল হতে হবে। এক্ষেত্রে বেগম রোকেয়ার চেতনা ও আদর্শ নারী সমাজকে আরও উদ্যমী ও অনুপ্রাণিত করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

আমি বেগম রোকেয়া দিবস ২০০৯ এর সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

সচিব
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

২৫ অগ্রহায়ণ ১৪১৬
০৯ ডিসেম্বর ২০০৯

নারীর ক্ষমতায়নের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের কালজয়ী অবদানকে স্মরণ করে পালিত হচ্ছে রোকেয়া দিবস।

উনবিংশ শতাব্দীর রক্ষণশীল সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে বেড়ে উঠলেও বেগম রোকেয়া ছিলেন এ উপমহাদেশে নারী শিক্ষা ও নারী মুক্তির প্রবক্তা। রক্ষণশীল সমাজের শত প্রতিকূলতাকে তিনি মোকাবেলা করেছেন দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের সাথে। আপন জীবনের প্রতিকূল বাস্তবতার মধ্যে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন পরিবার সমাজ তথা রাষ্ট্রীয় জীবনে নারীর বৈষম্যমূলক অবস্থান। উপলব্ধি করেছেন শিক্ষাই হচ্ছে নারীর আত্মমর্যাদা ও ক্ষমতায়নের প্রথম পূর্বশর্ত। শিক্ষা বিস্তারের পাশাপাশি তিনি ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে সোচ্চার হয়েছেন সামাজিক প্রথা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে।

সময়ের বিবর্তনে আজ সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে নারীর অবস্থানে ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে। কিছুকাল আগে যে সকল চ্যালেঞ্জিং পেশায় নারীর অবস্থান ছিল অকল্পনীয় আজ সেখানে নারী সাফল্যের সাথে কাজ করছে।

বেগম রোকেয়ার আদর্শ এবং কর্মময় জীবনের মহৎ দৃষ্টান্ত এদেশের নারী সমাজের জন্য এক অন্তহীন প্রেরণার উৎস। সকলের সম্মিলিত অংশগ্রহণ নারী উন্নয়নের কর্ম প্রচেষ্টাকে আরও ফলবান ও অর্থবহ করে তুলবে- বেগম রোকেয়া দিবস ২০০৯ উপলক্ষে এই হোক আমাদের প্রত্যয় ও প্রত্যাশা।

আমি বেগম রোকেয়া দিবস ২০০৯ এর সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।

রোকেয়া সুলতানা